11 JAN 2017
দৈনিক ইত্তেফাক

# সরকারি মাধ্যমিকে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না চট্টগ্রামের অনেক শিক্ষার্থী

**গত ৩৬ বছরেও কোন বিদ্যালয় সরকারিকরণ হয়নি**

■ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম অফিস

নগরীর অর্ধেকের বেশি এলাকার শিক্ষার্থীরা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। মহানগরীতে ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু সবগুলো বিদ্যালয় নগরীর নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত। অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও বিদ্যালয়ের দূরত্বের কারণে ভর্তি হতে পারছে না। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, নগরীর অধিকাংশ এলাকায় কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে আরো অন্তত ৫/৬টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন।

মহানগরীতে ৯টি মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণি থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। সরকারি এ সব বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বছরের শুরুতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। একটি আসনের বিপরীতে অন্তত শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সরকারি এ সব বিদ্যালয়ের অবস্থান নগরীর একটি সুনির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কোতোয়ালী থানার মধ্যে রয়েছে ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হাজী মুহাম্মদ মহসীন উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়। এ সব বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি বিদ্যালয়ের অবস্থান ৫০০ মিটারের মধ্যে। আর অপরটির দূরত্ব প্রায় সোয়া কিলোমিটার। এ ছাড়া ঐতিহ্যবাহী কলেজিয়েট স্কুলটির অবস্থান সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের সোয়া কিলোমিটারের দূরত্বের মধ্যে। এ দুটি বিদ্যালয়ের মাঝখানে রয়েছে সিটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বাকলিয়া সরকারি ল্যাবরেটরি উচ্চ বিদ্যালয়টি চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরত্বে। নাসিরাবাদ সরকারি বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় দুটির মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৫০০ মিটার। এ দুটি বিদ্যালয়ও কোতোয়ালী থানা এলাকায় অবস্থিত। উপরে উল্লেখিত তিনটি বিদ্যালয় কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। সবগুলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নগরীর পূর্ব প্রান্তে নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থানের কারণে নগরীর বিশাল এলাকার বাসিন্দারা এ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের বাড়তি চাপ সামাল দিতে নগরীর সরকারি মাধ্যমিক ৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৫টিতে ডাবল শিফট চালু করা হয়। কিন্তু তারপরও শিক্ষার্থীদের ভর্তির চাপ সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। ডাবল শিফট চালু করা স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সৃজন পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

নগরীর আগ্রাবাদ, পতেঙ্গা, হালিশহর, কাট্টলী, বন্দরটিলা, পাঁচলাইশ, মোহরা, পূর্ব বাকলিয়া, চান্দগাঁও এলাকায় বসবাসকারীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে।